মৃত্যু

আনন্দ ও শোকপ্রকাশ

আবুল কাসিম মুহাম্মাদ শারাফাত শরীফ



মৃত্যু

আনন্দ ও শোকপ্রকাশ

;

আবুল কাসিম মুহাম্মাদ শারাফাত শরীফ

জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া (মাদরাসা)

মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ইলমি সম্পাদনা, নিরীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে ফাযীলাতুল উস্তাদ

মাওলানা নাজিদ সালমান হাফিজাহুল্লাহ

Creative Prokashon

ক্রিয়েটিভ প্রকাশন

হযরত আলি মার্কেট (২য় তলা) টঙ্গী বাজার, গাজীপুর

ফোন: ০১৭১৯৫৬৬৫৭৫

মৃত্যু: আনন্দ ও শোকপ্রকাশ

প্রথম সংস্করণ: মে ২০২২ ইং

গ্রন্থস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ক্রিয়েটিভ প্রকাশনের পক্ষে ওয়ালী উল্লাহ ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত

ও প্রিন্ট ফিউশন থেকে মুদ্রিত

প্রকাশনায়

ক্রিয়েটিভ প্রকাশন

হযরত আলি মার্কেট (২য় তলা) টঙ্গী বাজার, গাজীপুর

ফোন: ০১৭১৯৫৬৬৫৭৫

প্রচ্ছদ: ওয়ালী উল্লাহ ফারুকী

মূল্য: ৬০/- টাকা মাত্র

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোন থেকে দন্ডনীয়।

আল-ইহদা;

নানা হাফিজ নাজির আহমদ,

দাদা আবদুল মালিক,

দাদী বিনতে আবুল হাশিম রাহিমাহুমুল্লাহ ....

এবং

আমার উস্তাদ যাঁরা পৃথিবী ত্যাগ করেছেন;

উস্তাদ মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরি (মৃ. ১৪৪১ হি.)

উস্তাদ মাওলানা হাবীবুর রহমান আ'জমি (মৃ. ১৪৪২ হি.)

উস্তাদ শায়খুল ইসলাম আহমদ শফি হাটহাজারি (মৃ. ১৪৪২ হি.)

উস্তাদ মাওলানা জামিল আহমদ সাকরোদভি (মৃ. ১৪৪০ হি.)

উস্তাদ মাওলানা আশরাফ আলি কুমিল্লায়ি (মৃ. ১৪৪১ হি.)

উস্তাদ মাওলানা মুরতাজা হাসান চাঁদপুরি (মৃ. ১৪৪০ হি.)

উস্তাদ মাওলানা মুজিবুর রহমান (মৃ. ১৪৩৯ হি.)

— সকলের আমলনামায় ক্ষুদ্র উৎসর্গ।

পাতায় পাতায়

সূচনার কথা.....৫

মৃতব্যক্তির জন্য 'ইন্নালিল্লাহ' ৯

মুসলিম ব্যক্তির জন্য.....৯

অমুসলিম ব্যক্তির জন্য.....১০

অসচেতন আবেগী মন ১১

মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন পদ্ধতি ১৭

মুসলিম ব্যক্তির জন্য.....১৭

অমুসলিম ব্যক্তির জন্য.....১৮

অদূরদর্শিতা.....২২

লাগামহীন আবেগ.....৩০

শেষ কথা.....৩৫

গ্রন্থপঞ্জি ৩৬

সূচনার কথা

করোনাকালীন সময় ১৪৪০ হিজরি - ২০২০ ঈসায়ি। এ সময়টাতে মাদরাসায় অবস্থান করছিলাম। একদিন স্নেহের ছোটভাই ইসহাক আবদুল্লাহ এসেছিল একটা প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য। বিষয়টা হল, সাধারণ মুসলিমদের সর্বক্ষেত্রে 'রেস্ট ইন পিস' ব্যবহারকে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা।

চলমান মহামারির সময়ে উস্তাদ সাঈদ আহমদ পালনপুরি রাহি. এর মতো দীনী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব যেমন ইন্তেকাল করেছেন তেমনি অনেক সুপরিচিত অমুসলিম ব্যক্তিও মারা গেছেন। দেখা গেল, কারো কারো মৃত্যুতে অনলাইন-অফলাইনে আনন্দপ্রকাশ করা হচ্ছে, আবার অনেক অমুসলিমের মৃত্যুতে মুসলিমরা ধর্মীয় বৈধতার বাহিরে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করছে।

ফাতওয়া বিভাগের একজন নগণ্য ছাত্র হিসাবে ইসহাক আবদুল্লাহকে কেবল একটা ফিকহি তামরীন করে দিলেই প্রচলিত দায় আদায় হয়ে যেত। কিন্তু এতটুকু যথেষ্ট মনে হয়নি। কেনো যেনো এই প্রচলিত দায় এড়িয়ে আরেকটু কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলাম। ফলাফল হিসাবে এই কাজ রচিত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা উস্তাদ নাজিদ সালমান হাফিজাহুল্লাহ এর প্রতি। তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সময় ব্যয় করে নিরীক্ষণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা উস্তাদের প্রতি রহম করুন।

পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহের বিশালতা দিয়ে ছোট্ট এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এই দোয়া কামনা করি এবং ফিকহি কোনোধরণের ভুল-ভ্রান্তি পাঠকের নজরে পড়লে যেকোনো মাধ্যমে জানানোর অনুরোধ রইলো।

- আবুল কাসিম মুহাম্মাদ শারাফাত শরীফ

রাত: ৩:০২ মিনিট, শুক্রবার
জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া মাদরাসা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭
আঠারো-শা'বান-চল্লিশ বিয়াল্লিশ হি., দুই-এপ্রিল-বিশ একুশ ঈ.

بسم الله الرحمن الرحيم

মানুষ সম্মানিত, মানুষকে আল্লাহ তাআলা মহাজগতের সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন[১]। তিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন[২]। জীবিত কিংবা মৃত; আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও একমাত্র উপাস্য হিসাবে স্বীকার করুক কিংবা না করুক; সকল মানুষ সে সম্মানের অধিকারী[৩]।

মানুষ যদি আল্লাহকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে, যিনি মাথার উপরের আকাশ এবং পায়ের নীচের মাটি সৃষ্টি করেছেন, জগতের সবকিছু যার সৃষ্টি[৪], তাঁর আদেশ-নিষেধ অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে আত্মসমর্পন করে; তাকে বলা হয় মুসলিম। ফলে তাঁর সম্মান

---

১ অনুবাদ {অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি।} - সূরা তীন, আয়াত ৩ (৯৫/৩)

২ অনুবাদ {আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।} সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭০ (১৭/৭০)

৩ ড. রাগেব সারজানী, মাকালা- তাকরীমুল ইসলাম লিন নাফসিল ইনসানিয়্যাতি, https://islamstory.com/ar/artical/28215

৪ অনুবাদ {আল্লাহ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সকল কিছুর কর্মবিধায়ক।} সূরা আয-যুমার, আয়াত ৬২ (৩৯/৬২); অনুবাদ {তিনি যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।} সূরা আনআম, আয়াত ৭৩ (৬/৭৩)

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন[৫]।

কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে, তার পরিবর্তে গাছ-পালা, তরু-লতা কিংবা মাটির তৈরী আকৃতিকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে; তাকে বলা হয় অমুসলিম। ফলে, মানুষ হিসাবে ব্যক্তি সম্মানিত হলেও তার শিরককে সম্মান করা যায় না।

শিরক এমন গোনাহ, যা আল্লাহ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না[৬]। মূলত শিরক হচ্ছে মানুষ হিসেবে আল্লাহপ্রদত্ত সৃষ্টির যে অনুগ্রহ ও সম্মান, তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছ থেকে রূহের জগতে ওয়াদা নিয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সবাই বলেছিল, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু[৭]। আল্লাহ

---

৫ অনুবাদ {যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।} সূরা মারয়াম, আয়াত ৯৬ (১৯/৯৬)

৬ অনুবাদ {নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; তা ছাড়া সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।} - সূরা নিসা, আয়াত ১১৬ (৪/১১৬)

৭ অনুবাদ {স্মরণ কর সে সময়কে, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে তাদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলে, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা সাক্ষী রইলাম। এটা এইজন্য যে, তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। কিংবা তোমরা যেন না বলো, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য আপনি

তা'আলার এই ওয়াদা ও সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমেই তিনি সকল মানুষকে নিজের বিপক্ষে সাক্ষী বানিয়েছেন। সুতরাং পৃথিবীতে আসার পর কারো শিরক করার অর্থ নিজের সাক্ষ্যকে নিজেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

মৃতব্যক্তির জন্য 'ইন্নালিল্লাহ'

মুসলিম ব্যক্তির জন্য

কোনো মুসলমান মারা গেলে আমরা ইন্নালিল্লাহ পড়ি। তাঁর মৃত্যু আমাদের শোকাহত করে। এছাড়াও যেকোনো সঙ্কটময় মুহূর্তে আমরা আমাদের খালিক ও মালিক আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে ইন্নালিল্লাহ বলি।

আল্লাহ তা'আলা যেকোনো সঙ্কটে তাঁর স্মরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সংকটের সময়ে তাকে স্মরণ করে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن পড়ে তিনি তাদেরকে ধৈর্যধারণকারী বলে প্রশংসা করেছেন ও সুসংবাদ দিয়েছেন[৮]। একারণেই আমরা ইন্নালিল্লাহ পড়ি।

আমাদের ধ্বংস করবেন? - সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৭২-১৭৩ (৭/১৭২-১৭৩)

৮ অনুবাদ {আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।} সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৫-১৫৬ (২/১৫৫-১৫৬)

অমুসলিম ব্যক্তির জন্য

প্রশ্ন হলো, কোনো অমুসলিম বা মুশরিক মারা গেলেও ইন্নালিল্লাহ পড়া যাবে কিনা? এর উত্তর হলো, পড়া যাবে। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে পড়বো তা নির্ধারণ করতে হবে।

অমুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু আমাদের শোকাহত করে না। কিন্তু তার মৃত্যু আমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে[৯], আমাদেরকেও আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে- এই চিন্তা করে ইন্নালিল্লাহ পড়া যাবে।

এ বিষয়ে পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুফতী ইউসুফ লুধিয়ানভি রহ.কে (মৃত্যু ১৩৯৭ হি.) প্রশ্ন করা হয়েছিল। জানতে চাওয়া হয়েছিল, অমুসলিমের মৃত্যুতে 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ার সুযোগ আছে কিনা। তিনি উত্তর দিয়েছেন, অমুসলিমের মৃত্যুতে ইন্নালিল্লাহ পড়া যাবে। তবে ঐসময় নিজের মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে[১০]।

---

৯ অনুবাদ {প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।} সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৮৫ (৩/১৮৫)

১০ আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল, ৪/ ৩২৮ মাকতাবায়ে যাকারিয়া; 'আল হালাতুস সালাফিয়্যা আল মু'আসারা ফী মিসর' কিতাবে রয়েছে,

الكافر إذا مات لا بأس أن نقول : إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله، إذا كان من أقربائك لا بأس، كل الناس إلى الله راجعون، كل الناس ملك لله سبحانه وتعالى، لابأس بهذا، ولكن لايدعى له ما دام كافرا لايدعى له ,,... قد يكون لك مصلحة في حياته، قد يكون في حياته يحسن إليك، ينفعك فلا بأس، لكن

অসচেতন আবেগী মন

বর্তমান সময়ে যুবসমাজ এ বিষয়ে কিছুটা অজ্ঞতা আর কিছুটা ভ্রান্তির শিকার। তারা কোনো মুসলমান মারা গেলে ইন্নালিল্লাহ পড়ে; কোনো অমুসলিম মারা গেলে তারা ইন্নালিল্লাহ পড়ে না। তবে তার পরিবর্তে তারা RIP তথা 'রেস্ট ইন পিস' বলে। তারা এ বিষয়টি গ্রহণ করেছে সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয়দের নিকট হতে। এরপর নিজেদের মতো করে রেস্ট ইন পিসকে তারা বাংলা করেছে 'ওপারে ভালো থাকুন'। ইউরোপীয়দের এই কালচারের কি আদৌ কোনো ভিত্তি আছে? যদি ভিত্তি থাকে তাহলে সেটি কী সাংস্কৃতিক না ধর্মীয়?

لا يدعى له، ولا يستغفر له، ولا يتصدق عنه إذا مات كافرا (احمد زغلول شلاطة: الحالة السلفية المعاصرة فى مصر. ص ٣٣٤)

[কাফের মারা গেলে ইন্নালিল্লাহ বলতে সমস্যা নেই। যদি সে নিকটাত্মীয় হয় তবু আপত্তি নেই। কেননা সকল মানুষ আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে, সকল মানুষ আল্লাহর মালিকানাধীন। (সুতরাং ইন্নালিল্লাহ - এর সাথে অর্থগত বিরোধ নেই।) তবে যেহেতু মৃত ব্যক্তি কাফের তাই তার জন্য দোয়া করা যাবে না। হতে পারে জীবদ্দশায় তার মাধ্যমে তোমার কোনো সুবিধা হত। হতে পারে জীবদ্দশায় সে তোমার উপকার করত। সে কারণে ইন্নালিল্লাহ পড়তে সমস্যা নেই।) তবে তার জন্য দোয়া বা ইসতিগফার করা যাবে না এবং তার পক্ষ থেকে দান করা যাবে না, যেহেতু সে কাফের।] - আহমদ যাগলুল শাল্লাতা, পৃ. ৩৩৪

প্রথমে আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিব। ইনশাআল্লাহ এই উত্তরের মাধ্যমে এই বাক্য বলা মুসলমানের জন্য কতটা বিধেয় সেটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এখানে আমি দুটি বইয়ের কথা উল্লেখ করছি।

প্রথম বই হলো: Ministry with the Sick Enriching Our Worship

দ্বিতীয় বই হলো: Ministry with the Sick or Dying: Burial of a Child

দুটো বইয়েই Commendation at the Time of Death[১১] শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে। যেখানে minister[১২] বা যাজক মৃতব্যক্তিকে মাটিতে দাফন করার পূর্বে তাদের উদ্দেশ্যে বলার জন্য কিছু ধর্মীয় প্রার্থনা শিখিয়েছেন। সেখানে যাজকদের যে ভাষায় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে আমরা তা দেখতে পারি;

"Savior, this soul is yours,, May his/her soul and the souls of all the departed faithful by God's mercy rest in peace" Or

---

১১ অনুবাদ: মৃত্যুর সময়কার প্রশংসাপত্র

১২ প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের যাজকদের বিশেষ সম্মোধন

"May his/her soul, and the souls of all the departed through the mercy of God, rest in peace. Amen" [13] [14]

বই দুটো প্রকাশ করেছে নিউইয়র্কের Church Publishing নামক একটি সংস্থা। ১৯১৮ সাল থেকে সংস্থাটি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানদের ধর্মীয় বই প্রকাশ করে।

ভাবতে পারেন, ধর্মীয় প্রার্থনার বইয়ে নির্দিষ্ট কিছু বাক্য থাকলেই সেগুলো ধর্মীয় বাক্য হয়ে যায় না। তাহলে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো "Ministry with the Sick" বইয়ের কপিরাইট আলোচনার পাতায়। বইয়ের ২০০৫ সালের এডিশনের কপিরাইট আলোচনায় বলা হয়েছে,

"The texts of the readings are taken from the New Revised Standard Version of the Bible."[১৫]

---

১৩ 1: Ministry with the Sick, (P. 100), Enriching Our Worship 2: Ministry with the Sick or Dying: Burial of a Child. (P. 108)

১৪ অনুবাদঃ যিশু, এই আত্মা আপনার জন্যই উৎসর্গিত। তার (পুরুষ/নারী) আত্মা ও সকল বিশ্বাসী মৃতের আত্মাকেগড/ইশ্বর যেনো ক্ষমা করে; যেনো তারা শান্তিতে থাকে। [অথবা] তার (পুরুষ/নারী) আত্মা ও অতীতের সকল বিশ্বাসীদের যেনো গড/ইশ্বর ক্ষমা করেন; তারা যেনো শান্তিতে থাকে।

১৫ অনুবাদঃ এই সকল পাঠ বাইবেলের নতুন সংশোধিত স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ থেকে সংগৃহীত

একই বিষয়ে "Traditional Devotions & Prayers for Folk Believers"[১৬] নামে আরেকটি বই আছে। বইটির লেখক Msgr. Kristopher Manghera নামের একজন খৃস্টান প্রিস্ট[১৭]। তিনি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার গ্ল্যান্ডেল শহরে অবস্থিত 'সেন্ট জোসেফ ওল্ড রোমান ক্যাথলিক প্যারিশ' চার্চের পাস্টোর বা যাজক। তিনি এ বইয়ে মৃতব্যক্তির কবরের সামনে দাঁড়িয়ে প্রিস্ট ও উপস্থিত সবাই কে কী বলবে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছেন[১৮]। আমরা বইতে উল্লেখিত পাস্টোরের বর্ণিত ভাষা দেখতে পারি;

"As he makes the sign of the cross over the coffin the priest says:

Priest: Lord, grant him (her) eternal rest.

All: And let perpetual light shine upon him (her).

P: May he (her) rest in peace.

---

১৬ উচ্চারণ: টেডিশনাল ডিভোউশন এন্ড প্রেয়ার্স ফর ফোক বিলিভারস

১৭ প্রিস্ট বলা হয়: খ্রিষ্টীয় গির্জায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত পুরোহিতবিশেষ, বিশেষত অ্যাংলিকান, সনাতন (অর্থোডক্স) ও রোমান ক্যাথলিক গির্জার ডিকন ও বিশপের মধ্যবর্তী পদমর্যাদা সম্পন্ন পুরোহিত; খ্রিষ্টীয় পুরোহিত।

১৮ Traditional Devotions & Prayers for Folk Believers (P. 303)

All: Amen."[১৯]

খৃস্টধর্মে এই 'রেস্ট ইন পিস' শুধুমাত্র মৃতদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। সামাজিক কিংবা পারিবারিক অন্য কোনো উপলক্ষে তারা এই বাক্য ব্যবহার করে না। সুতরাং বোঝা গেলো, এগুলো তাদের এমন ধর্মীয় বাক্য, যা তারা নিজেদের মৃতদের পরকালে সুখে শান্তিতে থাকার প্রার্থনাস্বরূপ ব্যবহার করে।

অবাক করার মত বিষয় হলো, রেস্ট ইন পিস এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যে জীবদ্দশায় পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনকেই বিশ্বাস করে না। বরং কেউ স্পষ্টভাবে, কেউ পরোক্ষভাবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার এমনকি কটাক্ষ করে থাকে। তাহলে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'ওপারে ভালো থাকা'র কামনা আসলে কী?

এই বিষয়ে পাকিস্তানের জামিয়া ইসলামিয়া বানূরি টাউন' মাদরাসার দারুল ইফতায় একজন প্রশ্ন করেছিলেন।

তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'অমুসলিমের মৃত্যুতে 'RIP' বলে শোকপ্রকাশ করা কি বৈধ? যদি বৈধ না হয় তাহলে আমরা শোকপ্রকাশ করব কীভাবে?'

দারুল ইফতার পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হয়, 'অমুসলিমের মৃত্যুতে 'RIP' বলা বৈধ নয়। তাদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করতে হলে

---

১৯ অনুবাদ: প্রিস্ট প্রথমে লাশের কফিনের উপর ক্রুশ চিহ্ন আঁকবে; এরপর প্রিস্ট বলবে, প্রভু, তাকে চিরকালীন প্রশান্তি দান করো। উপস্থিত সবাই বলবে, - এবং তাকে চিরন্তন আলো প্রদান করো। প্রিস্ট বলবে, এবং তাকে শান্তিতে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিন। উপস্থিত সবাই বলবে, আমিন।

আফসোস-দুঃখপ্রকাশ করবে। দুনিয়ার হিসেবে তাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাবে। কিন্তু মৃতদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে না[২০]।'

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট, 'রেস্ট ইন পিস' বা 'ওপারে ভালো থাকুন' দ্বারা কোনো মুসলমান খৃস্টানদের প্রার্থনার ধর্মীয় অর্থ উদ্দেশ্য নিক বা না নিক, মনের নিয়ত যাই থাকুক; নির্দিষ্ট ধর্মের পরিভাষা ব্যবহারের অর্থই ধর্মীয় পারিভাষিক অর্থ বুঝানো। সুতরাং এখানে ধর্মহীন সাধারণ অর্থ কখনোই উদ্দেশ্য হবে না। তাই এই শব্দের ব্যবহার কখনোই কোনো মুসলমানের জন্য বিধেয় নয়।

---

২০ বানূরি টাউনের ওয়েবসাইট [www.banuri.edu.pk] থেকে সংগৃহীত। ফাতওয়া নং ১৪৩৯০৬২০০১০৩

মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপন পদ্ধতি

মুসলিম ব্যক্তির জন্য

কোনো মৃত মুসলমানের শোকাহত পরিবারকে সহমর্মিতা জানানো মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যেভাবে সহমর্মিতা জানিয়েছেন সেটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মেয়ে যায়নাব সংবাদ পাঠান —তাঁর ছেলে আলি বিনতে যায়নাব রাযি. ইন্তেকাল করেছেন। আলি ছিলেন আবুল আস ইবনে রাবীর ঔরষজাত[২১]। নবী আলাইহিস সালাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন,

إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى.

[যা আল্লাহর, তিনি তা নিয়ে গেছেন। তিনি যা দান করেন তা তো তাঁরই। আর প্রত্যেক বস্তুর জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে নির্ধারিত সময়[২২]।]

ফাতাওয়ার কিতাবে এই বাক্য বলে মৃত মুসলমানের জন্য শোক প্রকাশ করাকে উত্তম বলা হয়েছে[২৩]।

---

২১ ফাতহুল বারি ৩/১৫৬, নং. ১২৮৪ দারুল মারিফা, বৈরুত

২২ সহীহ মুসলিম: ৯২৩, সহীহ বুখারী: নং: ৭৩৭৭ (৯/১৪১)

২৩ আল জাউহারাতুন নায়্যিরাহ শরহে মুখতাসারুল কুদুরী (১/১১০) وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ تَعْزِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অমুসলিম ব্যক্তির জন্য

উপরে আলোচনা হয়েছে, অমুসলিমের মৃত্যু আমাদের শোকাহত করে না। তাহলে কি অমুসলিমের পরিবারকে সমবেদনা জানানো যাবে না?

কুরআন হাদীস ও সালাফের বক্তব্যের আলোকে জানা যায়, কেউ চাইলে অমুসলিম মৃতব্যক্তির আত্মীয়দের তার সমবেদনা জানানোর সুযোগ রয়েছে।

শাফেয়ী ও হানাফী উভয় মাযহাব মতে, মৃত অমুসলিমের আত্মীয়দের সহমর্মিতা জানানো বৈধ। শর্ত হলো, সে অমুসলিম জিম্মী হতে হবে। অবশ্য হানাফী মাযহাবের সকল কিতাবে জিম্মি হওয়ার বিষয়টিকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। হারবী আর জিম্মির আলোচনা দারুল ইসলাম ও দারুল কুফুরের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা আমরা এখানে এড়িয়ে গেলাম।

তবে, যে বিষয়টি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আমাদের আশপাশের অমুসলিম কেউ মারা গেলে তার অমুসলিম বাবা-মা, ভাই-বোনদের আমরা সান্ত্বনা জানাতে পারব কিনা? হ্যাঁ, সে সুযোগ রয়েছে। তাদেরকে আমরা বলতে পারি, أَخْلَفَ اللهُ عَلَيْكَ وَلَا نَقَصَ عَدَدَكَ

ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৭ الفصل السابع في الشهيد

ইমাম নববী (মৃ. ৬৭৬ হি.) রহ. 'রওযাতুত ত্বালিবীন' কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

وفي تعزية الكافر بالمسلم : غفر الله لميتك، وأحسن عزاك. ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي، فيقول: أخلف الله عليك، ولا نقص عددك[২৪].

[মুসলমানের মৃত্যুতে কাফেরকে সান্ত্বনা জানানো বিধেয় এই কথা বলে যে, **তোমার মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করুন, তোমাকে উত্তম সান্ত্বনা দিন;** মুসলমানের জন্য কোনো যিম্মীকে তার নিকটাত্মীয় যিম্মীর মৃত্যুতে সমবেদনা জানানো যাবে। মুসলমান বলবে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম দিন। তোমার সংখ্যা না কমান।]

হানাফি মাযহাবের ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে[২৫]

وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك، كذا في السراج الوهاج.

[কাফেরের মৃত্যুতে কাফেরকে সমবেদনা জানানো, আল্লাহ তোমাকে এর স্থলে উত্তম কিছু দিন, তোমার সংখ্যা না কমান।]

তাবয়ীনুল হাকাইক কিতাবে রয়েছে[২৬]।

---

২৪ রওযাতুত তালিবিন, ১/৬৬৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা

২৫ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া (১/১৬৭) وأحسن ذلك تعزية رسول الله - صلى الله عليه وسلم

২৬ তাবয়িনুল হাকাইক ৬/৩০ মাতবাআতুল কুবরা আমিরিয়া, বুলাক

وإذا مات الكافر قال لوالده أو قريبه في تعزيته أخلف الله عليك خيرا منه، وأصلحك أي أصلحك بالإسلام ورزقك ولدا مسلما

[যখন কাফের মারা যাবে তখন তার বাবা অথবা নিকটাত্মীয়কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা যাবে, আল্লাহ তোমাকে তার বদলে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দান করুন আর তোমার সংশোধন করুন। এর অর্থ হলো আল্লাহ তোমাকে ইসলাম দান করুন এবং তোমাকে মুসলিম সন্তান দান করুন।]

হানাফি মাযহাবের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আল বাহরুর রায়েক ও ফাতাওয়ায়ে শামিতে একই বক্তব্য রয়েছে। আল্লামা আমিন ইবনে আবিদীন শামি রহ. (মৃ. ১২৫৪ হি.) বলেছেন;[২৭]

وفي النوادر جار يهودي أو مجوسي مات ابن له أوقريب ينبغي أن يعزيه، ويقول أخلف الله عليك خيرا منه، وأصلحك وكان معناه أصلحك الله بالإسلام يعني رزقك الإسلام ورزقك ولدا مسلما كفاية.

[নাওয়াদির গ্রন্থে রয়েছে, ইহুদী বা অগ্নিউপাসক প্রতিবেশির সন্তান বা নিকটাত্মীয় মারা গেলে তাকে সান্ত্বনা জানানো উচিত। তখন সান্ত্বনা দেবে এই বলে, আল্লাহ তোমাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দান করুন এবং তোমার সংশোধন করুন। এর অর্থ হলো, আল্লাহ তোমাকে ইসলামের মাধ্যমে সংশোধন করুন। অর্থাৎ তোমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করুন এবং তোমাকে মুসলমান সন্তান দান করুন।]

---

২৭ হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন ৬/৩৮৮ فصل في البيع

উল্লেখ্য, তাবইনুল হাকাইক ও হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন এর ব্যাখ্যা অনুসারেই রওযাতুত তালিবীন ও আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া— এর বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হবে। কেননা কোনো মুসলমান কাফেরের সংখ্যা হ্রাস না হোক — এই কামনা করতে পারে না। তাই উপরের দুই কিতাবের বক্তব্যকে নীচের দুই কিতাবের ব্যাখ্যার আলোকে গ্রহণ করা অনিবার্য।

একই বিষয়ে পাকিস্তানের জামিয়া ইসলামিয়া বানূরি টাউন' মাদরাসার দারুল ইফতায় এক ভাই প্রশ্ন করেন।

তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমাদের অফিসের দফতরি (পিয়ন) একজন অমুসলিম খ্রিস্টান ব্যক্তি। কিছুদিন আগে তার পিতা ইন্তেকাল করেন। এখন আমরা কীভাবে তার নিকট শোকপ্রকাশ করব?'

দারুল ইফতার পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়া হয়, 'অমুসলিম ব্যক্তির প্রিয়জন বা আত্মীয় ইন্তেকাল করলে শোকপ্রকাশ করা বৈধ। আর শোকপ্রকাশের ভাষা হবে এমন,

'আল্লাহ তোমাকে এর বিপরীতে উত্তম কিছু দান করেন। আর আল্লাহ তোমার মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিন।'

'অবশ্য অমুসলিম কেউ ইন্তেকাল করলে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা বৈধ নয়[২৮]।'

---

২৮ বানূরি টাউনের ওয়েবসাইট [www.banuri.edu.pk] থেকে সংগৃহীত। ফাতওয়া নং ১৪৪১০৭২০০৬৪৬

অদূরদর্শিতা

অমুসলিমের মৃত্যুতে কি আনন্দপ্রকাশ করা যাবে? ইদানীং অনেক মুসলিম যুবককে অমুসলিমের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যায়। বিশেষত কোনো অমুসলিম তারকা মারা গেলে তারা আনন্দ আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। এই যুবকদের উত্থান ঘটেছে প্রথম যুবকদের বিপরীত পক্ষ হিসাবে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও সালাফের গ্রহণযোগ্য ইমামদের থেকে কাফিরদের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করার ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। হাদিস-আসার ও তারীখের পাতায় এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। সেসবের ভিত্তিতে এই শ্রেণির যুবকদের ধারণা, কাফিরদের মৃত্যুতে শোক-দুঃখ নয়; আনন্দপ্রকাশ করতে হবে। এখানে নমুনা হিসেবে আমরা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

আবু জাহিলের মৃত্যুতে নবীজী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দুই রাকাত সালাতুশ শুকর আদায় করার ঘটনা বর্ণিত আছে[২৯]। এমনিভাবে ইহুদি কাব বিন আশরাফের মৃত্যুতে নবী আলাইহিস

---

২৯ সুনানু ইবনি মাজাহ, ১/৪৪৫, (১৩৯১), দারুর রিসালা, দারু ইহইয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যা, বৈরুত। (আরবী পাঠ নিম্নরূপ) -

حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا سلمة بن رجاء، حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين.

সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন[৩০]।

ইমামু আহলিস সুন্নাহ আহমদ বিন হাম্বল রহ.কে (মৃ. ২৪১ হি.) এমন কয়েকজনের মৃত্যুতে আনন্দপ্রকাশ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যারা ছিল ইবনে আবু দাউদের অনুসারী। তিনি পালটা প্রশ্ন করেছেন, 'কে এতে খুশি হবে না!?'[৩১]

খতীবে বাগদাদী রহ. (মৃ. ৪৬৪ হি.) তারীখে বাগদাদে তাঁর উস্তাদ ইবনুন নাকিব উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ রহ. (মৃ. ৪৫০ হি.) এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেন।

ইবনুন নাকীব রহ. এর নিকট রাফিজিদের শাইখ ইবনুল মুআল্লিমের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে। মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর তিনি আনন্দ প্রকাশ

---

৩০ ফাতহুল বারী, ৭/৩৪০ দারুল মা'রিফা, বৈরুত। (আরবী পাঠ নিম্নরূপ)

-

في رواية عروة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى وفي رواية بن سعد فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي فلما سمع تكبيرهم كبر وعرف أن قد قتلوه ثم انتهوا إليه فقال أفلحت الوجوه فقالوا ووجهك يا رسول الله ورموا رأسه بين يديه فحمد الله على قتله

৩১ আস-সুন্নাহ, খাল্লাল, ৫/১২১, (১৭৬৯), দারুর রাইয়ান, রিয়াদ। (আরবী পাঠ নিম্নরূপ)

سمعت أبا بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر الجهمية، فقال: «إنما كان يراد بهم المطابق، تدري أي شيء عملوا هؤلاء في الإسلام؟» قيل لأبي عبد الله: الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم؟، قال: «ومن لا يفرح بهذا؟

করে বলেন, 'ইবনুল মুআল্লিমের মৃত্যু সংবাদ শোনার পর আমার আর পরোয়া নেই, আমি কখন মারা যাব'[৩২]।

সাধারণত এ শ্রেণির যুবকেরা এসকল ঘটনা দলীল হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। কিন্তু দলীলের আলোকে তাদের এই আনন্দপ্রকাশ কি যথার্থ?

এর সঠিক উত্তরে পৌঁছতে হলে প্রথমে আমাদের নবীজী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, সাহাবা রাযি. ও সালাফের এই আনন্দ প্রকাশের কারণ খুঁজে দেখতে হবে। এরপর আমরা সে মৃত ব্যক্তিদের কিছু বৃত্তান্ত আনব। তাহলে আশা করা যায়, এই দলীলগুলোর যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

...أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال: مُسْتَرِيْحٌ ومُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قالوا: يا رسول الله، مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قالَ: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وأذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ.

[রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ দিয়ে একটি জানাজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে নিজে স্বস্তি লাভ করল কিংবা তার থেকে অন্যরা স্বস্তি পেল।

---

৩২ তারিখু বাগদাদ, ১২/১১৬, দারুল গারবিল ইসলামি (আরবী পাঠ নিম্নরূপ) -

عُبَيد الله بن عَبد الله بن الحسين أَبو القاسم الحفاف المعروف بابن النقيب .... وبلغني أنه جلس للتهنئة لما مات ابن المعلم شيخ الرافضة وقال ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم.

সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সে নিজে স্বস্তি লাভ করল কিংবা তার থেকে অন্যরা স্বস্তি পেল— এর ব্যাখ্যা কী?

নবীজী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্‌র রহমত অভিমুখে যাত্রা করে স্বস্তি লাভ করে। আর নাফরমান বান্দা থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তু স্বস্তি লাভ করে[৩৩]।]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) ফাতহুল বারীতে আল্লামা দাউদি রহ. কৃত এই হাদীসের একটি ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, (কাফিরের মৃত্যুতে) মানুষের স্বস্তির কারণ হলো, সে (জীবিত থাকাবস্থায়) শরিয়াবিরোধী কর্মকাণ্ড করত। এতে মানুষজন বাধা দিলে তাদের কষ্ট দিত আর বাধা না দিলে মানুষজন গুনাহগার হতো। আর শহর-বন্দরের স্বস্তির কারণ হলো, গুনাহ ও পাপাচার থেকে মুক্তি পাওয়া। কেননা, পাপাচারের কারণে দুর্ভিক্ষ-অনাবৃষ্টি আসে; যার কারণে শস্যক্ষেত ও জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।...

এটাও হতে পারে যে, মানুষের স্বস্তি পাওয়ার অর্থ হলো জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া। জগতের স্বস্তি পাওয়ার অর্থ তার জবরদখল, জমির অধিকার বিনষ্ট ও অপাত্রে ব্যবহার থেকে মুক্তি। আর জীবজন্তুর স্বস্তি বলতে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া থেকে মুক্তি[৩৪]।

---

৩৩ সহিহ বুখারী, ৮/১০৭, (৬৫১২), দারু তাওকীঈন নাজাত, বৈরুত

৩৪ ফাতহুল বারী, ১১/৩৬৫ (আরবী পাঠ নিম্নরূপ) -

এবার আমরা উপরে বর্ণিত আনন্দ প্রকাশের ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের একমাত্র সহায়।

যাদের মৃত্যুতে তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন তাদের সম্পর্কে আমরা তারীখের কিতাব থেকে জানতে পারি। সংক্ষেপে বলা যায়, আবু জাহিল ও কাব বিন আশরাফ ছিল কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী। ইসলামের নবি ও ইসলামের ক্ষতি করতে তারা সর্বদা মুখিয়ে থাকতো। তারা ছিল এমন অপরাধী, যাদের অপরাধের কারণে তাদের রক্ত বৈধ হয়ে যায়। এসবের বিস্তৃত আলোচনা নিয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করা যাবে।

এছাড়া যাদের মৃত্যুতে ইমাম আহমদ রহ. ও ইবনুন নাকীব আনন্দ প্রকাশ করেছেন তারা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা বিরোধী ও প্রকাশ্য শত্রু।

ইবনে আবি দাউদ আর তার অনুসারীরা ছিল ইসলাম বিকৃতকারী[৩৫]।

وقال الداودي أما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكر فإن أنكروا عليه آذاهم وإن تركوه أثموا واستراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي فإن ذلكم ما يحصل به الجدب فيقتضي هلاك الحرث والنسل وتعقب الباجي أو ل كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه لأنه بعد أن ينكر بقلبه أو ينكر بوجه لايناله به أذى ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه لمايقع له ممن ظلمه وراحة الأرض منه لما يقع عليها من غصبها ومنعها من حقها وصرفه في غير وجهه وراحة الدواب مما لا يجوز من إتعابها والله اعلم

৩৫ পূর্বে উল্লেখিত।

অনুরূপ ইবনুল মুআল্লিম (মৃ. ৪১৩ হি.) ছিল রাফেজিদের শায়খ। তার সময়ে তার মতো চতুর ব্যক্তি কমই ছিল। তার সমসাময়িক ছিলেন ইবনুন নাদীম রহ. (মৃ. ৩৮৫ হি.)।

ইবনুন নাদীম রহ. তাঁর রচিত কিতাবে ইবনুল মুআল্লিম সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, 'আমি ইবনুল মুআল্লিমকে খুবই চতুর ও ধূর্ত লোক হিসাবে পেয়েছি[৩৬]।'

এখানে ইবনুল মুআল্লিমের চতুরতার প্রমাণ হিসেবে খতীব বাগদাদী রহ. রচিত 'তারীখে বাগদাদ' থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যার মাধ্যমে ইবনুল মুআল্লিমের চতুরতা ও ব্যাঙ্গাত্মক আচরণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

একবার ইবনুল মুআল্লিম সাথীসঙ্গী নিয়ে কাযি আবু বকর আশআরি রহ. (মৃ. ৪১৩ হি.) এর মজলিসে উপস্থিত হয়। তিনি 'ইবনে বাকিল্লানি' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাফিজ যাহাবি রহ. (মৃ. ৭৪৭ হি.) স্বরচিত সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে ইবনে বাকিল্লানি সম্পর্কে বলেন, 'তিনি বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তায় নিজ সময়ের প্রবাদপুরুষ ছিলেন[৩৭]।'

কাযি ইয়ায রহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) ইবনে বাকিল্লানি সম্পর্কে লিখেন, 'তাকে সাইফুস সুন্নাহ' তথা আহলুস সুন্নাহ এর মুখপাত্র উপাধী দেওয়া হয়েছিল[৩৮]।'

---

৩৬ আল ফিহরাসত, ইবনুন নাদীম, ২৬৬, في فصل أخبار متكلمي الشيعة

৩৭ সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/১১৯, মুআসসাতুর রিসালাহ

৩৮ তারতীবুল মাদারিক, কাযী ইয়ায, ৭/৪৪ ফুযালা মুহাম্মাদিয়া প্রকাশনী

এই মহান ইবনে বাকিল্লানি যখন প্রবেশপথ দিয়ে মজলিসে উপস্থিত হচ্ছিলেন, ইবনুল মুআল্লিম তার সাথীদের বলল, 'দেখো, তোমাদের নিকট শয়তান উপস্থিত হচ্ছে।' আবু বকর আশআরি তাদের এই বিদ্বেষপূর্ণ কথা শুনতে পান। অবশ্য ইবনুল মুআল্লিম তাকে শোনানোর জন্যই বলেছিল। ইবনে বাকিল্লনি মজলিসে বসেন। তারাও তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বসে। ইবনে বাকিল্লানি তাদের সামনে কোরআন মাজীদের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا.

'নিশ্চয় আমি শয়তানকে কাফেরদের নিকট প্রেরণ করি। যেনো সে তাদের কুমন্ত্রণা দেয়।'[৩৯]

এই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে আবু বকর আশআরি রহ. তাঁকে শয়তান বলার উত্তর দিয়েছেন। তিনি একথা বুঝিয়েছেন, যদি আমি শয়তান হয়ে থাকি তাহলে আমাকে তোমাদের মতো কাফেরদের নিকট আল্লাহ পাঠিয়েছেন, যেনো আমি তোমাদের আরো গোমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে পারি[৪০]।

---

৩৯ সূরা মারয়াম, আয়াত ৮৩ (১৯/৮৩)

৪০ তারীখু বাগদাদ ৩/৩৬৪, বাশশার কৃত তাহকীক (আরবী পাঠ নিম্নরূপ)

وحدثت أن ابن المعلم، شيخ الرافضة ومتكلمها، حضر بعض مجالس النظر مع أصحابله إذا أقبل القاضي أبو بكر الأشعري فالتفت ابن المعلم إلى أصحابه، وَقَالَ لهم: قد جاءكم الشيطان، فسمع القاضي كلامهم، وكان بعيدا من القوم، فلما جلس أقبل على ابن المعلم وأصحابه، وَقَالَ لهم: قَالَ

এই হচ্ছে ইবনুল মুআল্লিম এবং তার কর্মকাণ্ড। সুতরাং তাদের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করাই তো স্বাভাবিক।

উপরোক্ত সকল বর্ণনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, যে সকল অমুসলিম ইসলাম ও মুসলিমের ধ্বংস কামনা করে, ইসলাম আর মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্যই যারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করে, তাদের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। তবে এর উদ্দেশ্য তাদের ব্যক্তির মৃত্যু নিয়ে আনন্দ নয় বরং তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সমাজ যে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পেলো সে কারণে আনন্দ করা।

সুতরাং যে সকল অমুসলিম আবু জাহিল, কা'ব ইবনে আশরাফ, ইবনে আবি দাঊদ ও ইবনে মুআল্লিমের মতো নয়; তাদের মৃত্যুতে তাদের অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের সহমর্মিতা জানানোর সুযোগ রয়েছে, যেমন অন্য সাধারণ কাফেরের মৃত্যুতে তার আত্মীয় স্বজনদের সহমর্মিতা জানানোর সুযোগ রয়েছে।

উল্লেখ্য, এখানে শুধু কাফেরের মৃত্যুর আলোচনা করা হয়েছে। মুলহিদ, যিন্দীক ও ধর্মদ্রোহী কারো মৃত্যুতে সমবেদনা জানানোর কথা আলোচনা করা হয়নি।

الله تعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} .أي: إن كنت شيطانا فأنتم كفار، وقد أرسلت عليكم.

লাগামহীন আবেগ

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে-অকারণে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে। এ রাষ্ট্রদ্রোহীর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের মানুষগণ অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

তাহলে যিনি এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি এ পৃথিবী পরিচালনা করেন। কেউ একজন তাঁকে অস্বীকার করল, তাঁর প্রভুত্বে অন্যকে অংশীদার গ্রহণ করল এ ব্যক্তির জন্য একজন মুসলিমের মনে সমবেদনা থাকাও অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

কেননা, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেন,

'যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে; আর এ অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটে তাদের নিকট হতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। এরা ঐ সকল ব্যক্তি যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর এদের কোন সাহায্যকারী নেই[৪১]।'

এ সকল আলোচনার পর কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, সব মেনে নিলাম, মৃত ব্যক্তিটি অমুসলিম, সে ঈমান আনেনি। কিন্তু আমরা যদি তার জন্য দোয়া করি তাহলে হয়তো আল্লাহ তাকে মাফ

৪১ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯১ (৩:৯১)

করে দিবেন। আমাদের সবাইকে তো আল্লাহই বানিয়েছেন। তিনি যদি চান তাহলে ক্ষমা করে দিতেও পারেন।

এই বক্তব্যের বিপরীতে যুক্তিতর্ক দেওয়া যথেষ্ট নয়, প্রয়োজনও নেই। মনের আবেগ দিয়ে শরীয়তের আইনকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। যদি শুধু দোয়ার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হতো তাহলে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কী তাঁর চাচা আবু তালিবের জন্য দোয়া করে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতেন না?

حدثنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ، فَإِنَّه كَانَ يَحُوْطُكَ وَ يَغْضَبُ لَكَ؟ قال: «هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِّنْ نَّارٍ، وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ«

[আবু তালিবের মৃত্যুর পর আব্বাস ইবনে আবি তালিব রাযি. নবীজীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি আপনার চাচার কী উপকার করলেন? তিনি তো আপনাকে দুশমনের সকল আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হতেন। তখন নবীজী বললেন, সে জাহান্নামে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আগুনে আছে। যদি আমি না হতাম তাহলে সে জাহান্নামের একেবারে নিম্ন স্তরে থাকত[৪২]।]

এক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের একটি আয়াত আমাদের স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

---

৪২ সহীহ বুখারী, ৫/২৫,(৩৮৮৩), দারু তাওকীঈন নাজাত, বৈরুত; সহীহ মুসলিম, (২০৯)

কোনো মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার বিধান জানিয়ে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

'নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাঁদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, তারা (সে আত্মীয়রা) নিশ্চিত জাহান্নামী[৪৩]।'

ইমাম শামসুদ্দীন কুরতুবি রাহি. বলেন, 'এ আয়াতের মাধ্যমে আরেকটি বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়; তা হল, জীবিত ও মৃত অমুসলিমদের সমর্থন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। তাই, আল্লাহ তায়ালার পছন্দ নয় যে, কোন মুসলিম অমুসলিমের জন্য ক্ষমাপ্রর্থনা করবে। সুতরাং অমুসলিমের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা বৈধ নয়[৪৪]।'

শায়েখ সালেহ আল উসাইমিন রহ. (মৃ. ১৪২১ হি.) কে অমুসলিমের শোকপ্রকাশ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন,

'যদি কাফেরের এমন কেউ মারা যায় যার কারণে তাকে সান্ত্বনা দেয়া যায়, তাহলে কী করা হবে সে বিষয়ে আলেমদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তাকে সান্ত্বনা জানানো হারাম। কেউ বলেছেন, সান্ত্বনা জানানো জায়েয।'

'কেউ বিশদভাবে আলোচনা করে বলেছেন, যদি এই সান্ত্বনা জানানোর মধ্যে কোনো দ্বীনী উপকার থাকে যেমন তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা অথবা তাদের ক্ষতিরোধ করা, যেটা তাদেরকে সান্ত্বনা

৪৩ সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত ১১৩ (৯/১১৩)

৪৪ আল-জামি লি আহকামিল কুরআন (কুরতুবি) ৮/২৭৩

জানানোর মাধ্যমেই অর্জিত হওয়া সম্ভব, তাহলে জায়েয। অন্যথায় সমবেদনা জানানো হারাম।'

'অগ্রগণ্য মত হলো, যদি সমবেদনা জানানোর মাধ্যমে তারা সম্মান ও মর্যাদা প্রদান বুঝে, তাহলে তাদের সমবেদনা জানানো হারাম। অন্যথায় উপকারের দিক লক্ষ্য রাখার সুযোগ রয়েছে।'[৪৫]

এ বিষয়ে লাজনাতুত দায়িমা বোর্ডের ফতোয়া দেখা যায়, যা নিম্নরূপ:-

আল লাজনাতুদ দায়িমা কাফের নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জানানোর বিধান সম্পর্কে এই ফতোয়া দিচ্ছে যে, 'যদি সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্য হয় তাকে ইসলামে আগ্রহী করে তোলা, তাহলে এটি জায়েয। এটি ইসলামের মাকাসিদের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ বিধান, যদি সমবেদনা জানানোর মাধ্যমে তার বা মুসলমানের ক্ষতি রোধ

---

৪৫ মাজমুআতু ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ২/৩০৪, আকীদা অংশ। মূল আরবী পাঠ নিম্নরূপ-

وقال الشيخ محمد بن عثيمين (ت١٤٢١هـ) - رحمه الله تعالى- عن تعزية الكافر في قريبه، أو صديقه: "تعزية الكافر إذا مات له من يعزى له به من قريب أو صديق في هذا خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من قال: إن تعزيته محرام؛ ومنهم من قال: أنها جائزة؛ ومنهم من فصل في ذلك فقال: إن كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامهم، وكف شرهم الذي لايمكن إلا بتعزيتهم، فهو جائز وإلا كان حراماً. والراجح أنه إن كان يفهم من تعزيتهم إعزازهم وإكرامهم كانت حراماً، وإلا فينظر في المصلحة.

করা যায়। কেননা ইসলামের বৃহৎ উপকারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়া বিধেয়[৪৬]।'

উভয় বক্তব্যের মূল কথা হলো, শোকপ্রকাশের মাধ্যমে অমুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হবে কিংবা অমুসলিমের অত্যাচার থেকে মুসলিমরা রক্ষা পাবে এই সম্ভাবনা যদি থাকে তাহলে শোকপ্রকাশ করা যাবে। অন্যথায় শোকপ্রকাশের সুযোগ নেই।

---

৪৬ ফাতাওয়াল লাজনাতুত দায়িমা, ফাতাওয়া নং ১৯৮৮ খ. ৯ পৃ. ১৩২ অধ্যায়: الجنائز والزكاة

وأفتت اللجنة الدائمة عن حكم تعزية الكافر القريب بما يلي: "إذا كان القصد من التعزية أن يرغبهم في الإسلام فإنه يجوز ذلك، وهذا من مقاصد الشريعة، وهكذا إذا كان في دفع أذاهم عنه، أو عن المسلمين؛ لأن المصالح العامة الإسلامية تغتفر فيها المضار الجزئية."

শেষ কথা

নিজের আবেগ আর বিবেক দিয়ে ইসলামকে বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। ইসলাম আনুগত্য ও আত্মসমর্পন দাবি করে, আবেগ ও বিবেকের বিশ্লেষণ নয়। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা অমুসলিমদের এবং তাদের ধর্মকে গালি দিবো না। আল্লাহ তায়ালা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন[৪৭]।

তবে আমরা তাদের ধর্মকে সম্মান করবো না। এর মাধ্যমেই আমরা তাদের প্রকৃত হীতকামনা করতে পারব। কেননা যদি তাদের ব্যক্তিসত্তাকে সম্মান করতে গিয়ে তাদের ধর্মকে সম্মান করি, তাহলে তারা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্তিতে থেকে যাবে। ফলে সে সত্য ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী হবে না। আমাদের সবসময়ের কামনা থাকবে, তারা যেন সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর দীনের দাঈ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

اللهم آتني بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين

---

৪৭ অনুবাদ {আল্লাহকে ব্যতীত যাদেরকে তারা ডাকে তোমরা তাদের গালমন্দ করো না। তাহলে শত্রুতাবশত না জেনে তারাও আল্লাহকে গালমন্দ করবে।} - সূরা আনআম, আয়াত ১০৮ (৬/১০৮)

গ্রন্থপঞ্জি

১) আপ কে মাসায়েল আওর উনকা হল, লেখক: শহীদ মুফতি মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধীয়ানভি রাহি. (মৃ. ১৪২১ হি.) প্র. মাকতাবায়ে যাকারিয়া।

২) আল হালাতুস সালাফিয়্যা আল মু'আসারা ফী মিসর, লেখক: আহমদ যাগলুল শাল্লাতা, প্র. মাকতাবাতু মাদবুলা।

৩) আল ফিহরাসত, লেখক: ইবনুন নাদীম রাহি. (মৃ. ৪৩৮ হি.)

৪) আল-কুরআনুল কারীম

৫) আল-জামি লি আহকামিল কুরআন (তাফসীরুল কুরতবি), লেখক: মুহাম্মাদ বিন আহমদ কুরতুবি (মৃ. ৬৭১ হি.), তাহকীক: আহমদ আল-বারদুনি, প্র. দারুল কুতুবিল মিসর, ২য় সংস্করণ: ১৩৮৪ হি.

৬) আস-সুন্নাহ, লেখক: খাল্লাল রাহি., প্র. দারুর রাইয়ান, রিয়াদ

৭) ফাতহুল বারি, লেখক: হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি (মৃ. ৮৫৫ হি.) রাহি. প্র. দারুল মারিফা, বৈরুত

৮) ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, প্র. দারুল ফিকর

৯) ফাতাওয়াল লাজনাতুত দায়িমা, প্র. ইদারাতু বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা

১০) মাজমুআতু ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, লেখক: মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন রাহি. প্র. দারুল ওয়াতান

১১) রওযাতুত তালিবিন, লেখক: ইমাম নাববি রাহি. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা

12) Ministry with the Sick Enriching Our Worship, P. Church Publishing, NY

১৩) Ministry with the Sick or Dying: Burial of a Child, P. Church Publishing, NY

১৪) সহীহ বুখারি, দারু তাওকীঈন নাজাত, বৈরুত

১৫) সহীহ মুসলিম, প্র. দারু ইহইয়ায়িত তুরাস, বৈরুত

১৬) সুনানু ইবনি মাজাহ, দারুর রিসালা, প্র. দারু ইহইয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যা, বৈরুত

১৭) হাশিয়াতু ইবনি আবিদিন, লেখক: আমীন ইবনে আবিদীন রাহি. (মৃ. ১২৫২ হি.), প্র. দারুল ফিকর

১৮) Traditional Devotions & Prayers for Folk Believers By Msgr. Kristopher Manghera

১৯) সিয়ারু আলামিন নুবালা, লেখক: হাফিজ যাহাবি রাহি. (মৃ. ৭৪৭ হি.), প্র. মুআসসাতুর রিসালাহ

২০) তাবয়িনুল হাকাইক, লেখক: ইমাম ফকরুদ্দীন যায়লায়ি রাহি. (মৃ. ৭৪৩ হি.) মাতবাআতুল কুবরা আমিরিয়া, বুলাক

২১) তারতীবুল মাদারিক, লেখক: কাযী ইয়ায রাহি., প্র. ফুযালা মুহাম্মাদিয়া প্রকাশনী

২২) তারিখু বাগদাদ, লেখক: খতীবে বাগদাদি রাহি. প্র. দারুল গারবিল ইসলামি

লেখা

খসড়া: ষোল-জুন- বিশ বিশ, মঙ্গলবার

সম্পাদনা:

- বিশ-জুলাই-বিশ বিশ, মঙ্গলবার
- বাইশ-জানুয়ারি-বিশ একুশ, সোমবার
- আঠারো-শাবান-চল্লিশ বিয়াল্লিশ হি. দুই-এপ্রিল-বিশ একুশ ঈ. শুক্রবার; রাত: ২:২৮ মিনিট

উস্তাদের সম্পাদনা শেষ:

সতেরো-শাবান-চল্লিশ বিয়াল্লিশ হি. ; এক-এপ্রিল-বিশ একুশ বৃহঃবার

Creative Prokashon
ক্রিয়েটিভ প্রকাশন
হযরত আলি মার্কেট (২য় তলা) টঙ্গী বাজার, গাজীপুর
ফোন: ০১৭১৯৫৬৬৫৭৫